Bhatter College

Dantan,Paschim Madinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr. Santanu Tewari

Semester-IV

Music Honours-2020

CC-8: History of Indian Music-II(Theoretical)

C8T: History of Indian Music-II(Theoretical)

Course Contents:-

1. History of Indian Music:Knowledge of Hindusthani Notation System.
2. Life Sketch & Musical Contribution of the following Musicians:-
   - Sourindra Mohon Thakur
   - Khestramohan Goswami
   - Krishnadhan Bandopadhaya

Santanu Tewari

Dated:- 23.03.2020

Signature of H.O.D

১৪৭। আকারমাত্রিক ও ভাতখন্ডে স্বরলিপির তুলনামুলক আলোচনা কর।

আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি	ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি
(১) ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসের 'গীতবিতান' নামক পত্রিকায় সংগীতের স্বরলিপি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, "সৌরিন্দ্র মোহন ঠাকুর"এর প্রচেষ্ঠায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এক স্বরলিপি প্রথা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর সংশোধন ও পরিবর্তন করে বাংলায় আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রচলন করেন।	(১) পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে ঘুরে বড় বড় ওস্তাদদের ভালো ভালো গায়কীর গান সংগ্রহ করেন। সেই গানগুলিকে বা বন্দিশগুলিকে (বন্দেশ) তাঁর নিজের রচিত সহজ স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ করে ছয়টি খন্ডে "ক্রমিক পুস্তক মালিকা" নামক সংগীত স্বরলিপির বই রচনা করেন। তাঁর নাম অনুসারে ঐ স্বরলিপির নাম হল 'ভাতখন্ডে স্বর লিপি পদ্ধতি'।
(২) আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে সব স্বরই(এক মাত্রার স্বর) আকার সহযোগে লেখা হয়। যেমন - শুদ্ধস্বর - সা রা গা মা পা ধা না।	(২) ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে শুদ্ধ স্বরগুলি লেখা হয় সা রে গ ম প ধ নি এই ভাবে।
(৩) বিকৃত স্বরগুলি হল ঃ- কোমল রে = ঋা কোমল গ = জ্ঞা তীব্র ম = ম্মা কোমল ধ = দা কোমল নি = ণা ঋা১ = অতিকোমল ঋষভ। অতি কোমল ঋষভের স্থান সা ও ঋা স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞা১,দা১, ণা১ = যথাক্রমে অতিকোমল	(৩) বিকৃত স্বরগুলি হয় - কোমল রে = রে কোমল গ = গ তীব্র ম = ম কোমল ধ = ধ কোমল নি = নি কোমল স্বরের নীচে '–' চিহ্ন বসে এবং তীব্র স্বরের উপরে '।' চিহ্ন বসে। যেমন রে গ ধ নি কোমল স্বর ম তীব্র বা কড়ি

গান্ধার, ধৈবত এবং নিষাদ। ঋা২ = অনুকোমল ঋষভ। অনুকোমল ঋষভের স্থান ঋা ও রা স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞা২, দা২, ণা২ = যথাক্রমে অনুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ।	স্বর।
(৪) মন্দ্র সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির নীচে 'হসন্ত' বসে। যেমন - ম্া প্া ধ্া ন্া	(৪) মন্দ্র সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির নীচে 'বিন্দু' বসে। যেমন - ম় প় ধ় নি় ।
(৫) তার সপ্তকের চিহ্ন হ'ল ঐ স্বরগুলির উপরে 'রেফ্' বসে। যেমন - র্সা র্রা র্গা র্মা	(৫) তার সপ্তকের চিহ্ন হ'লঐ স্বরগুলির উপরে বিন্দু বসে। যেমন - সাঁ রেঁ গঁ মঁ ।
(৬) এক মাত্রায় একটি করে স্বর হলে তখন স্বরের পাশে 'আকার' চিহ্ন বসে। যেমন - সা রা গা ইত্যাদি। অর্ধ মাত্রা = ঃ, দুটি অর্ধমাত্রা = সরা। চারটি অর্ধ সিকি মাত্রা = সরগমা। দুটি সিকি মাত্রা সর ঃ একটি অর্ধ মাত্রা ও দুটি সিকি মাত্রা মিলিয়ে এক মাত্রা = সঃ গরাঃ । একটি দেড় মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়ে দুই মাত্রা = রাঃ গঃ	(৬) এক মাত্রায় একটি স্বর হ'লে স্বরগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখতে হবে। যেমন - সা রে গ ম এক মাত্রার মধ্যে একাধিক স্বর হলে ঐ স্বরগুলির নীচে অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে যেমন - সারে সারেগা সারেগম একটি স্বর একাধিক মাত্রায় হলে তখনঐ স্বরের ডানদিকে ড্যাস চিহ্ন বসে। যেমন - সা–, সা– –, সা – – –ঙ
(৭) '।' দাঁড়ি দ্বারা তালের বিভাগ বোঝানো হয়।	(৭) এই পদ্ধতিতে বিভাগের চিহ্ন '।' এই ধরনের দাঁড়ি দিয়ে বোঝানো হয়।
(৮) এই পদ্ধতিতে সমের চিহ্ন হ'ল ০ । (১) এবং প্রতি বিভাগের প্রথম মাত্রার উপরে ১,২,৩,৪,০ ইত্যাদি বসে	(৮) এই পদ্ধতিতে বামে চিহ্ন হল " + " । প্রতি বিভাগের প্রথম মাত্রার উপরে , ২,৩, ৪,০ ইত্যাদি লেখা হয়।
(৯) খালি বা ফাঁকের চিহ্ন হ'ল " ০"	(৯) এই পদ্ধতিতেও '০' দিয়ে খালি বা ফাঁক বোঝানো হয়।
(১০) আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরের নীচে	(১০) ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্বরের

অর্ধবৃত্তাকাব চিহ্ন দিয়ে মীড় বোঝান হয় । যেমন সা ধা

(১১) মূল স্বরের আগে কোন স্বরকে অল্প স্পর্শ করলে তখন মূল স্বরের বামপাশে সেই স্বরটি লেখা হয় যেমন গা এবং মূল স্বরের ডান দিকে ঐ স্বরটি ছোট করে লেখা হয়। যেমন - গা।

(১২) একটি স্বরের অধিক মাত্রা হ'লে ঐ স্বরের ডান দিকে 'া–া' চিহ্ন লেখা হয় । যেমন সা া া া

(১৩) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডান দিকে । চিহ্ন বসে এবং গানেব পংক্তিতে ' ০' চিহ্ন বসে। যেমন সা - । - । - ।

উপরে মীড়ের চিহ্ন বসে। যেমন সা ধ ।

(১১) ভাতখন্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্পর্শ স্বর মূল স্বরের মাথার উপরে লেখা হয় । যেমন ম গ ম, প

(১২) একটি স্বর অধিক মাত্রা হলে ঐ স্বরের ডান দিকে '–' এই রূপ ড্যাস চিহ্ন লেখা হয়।

(১৩) যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডান দিকে '–' চিহ্ন বসে এবং গানের পংক্তিতে 'ऽ' চিহ্ন বসে।

১৪৮। প্রাক্-বৈদিক যুগের সাংগীতিক নিদর্শনের নাম লেখ?

উঃ প্রাক্-বৈদিক যুগের সাংগীতিক নিদর্শনগুলি হ'ল, নৃত্যশীলা নারীর ভগ্ন ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি, সাত ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, বিকৃতবীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি।

১৪৯। সিন্ধু সভ্যতা আনুমানিক কত বছরের পুরানো?

উঃ সিন্ধু সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো সভ্যতা।

১৫০। সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কৃত হয় কোথায়?

উঃ সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কৃত হয় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয়।

১৫১। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের নাম লেখ?

উঃ পাথরের টুক্‌রো, গাছের গুঁড়ি হ'ল প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। তারপরে আমরা ভূমিদুন্দুভির নাম পাই।

১৫২। আনদ্ধ বাদ্য বা অবনদ্ধ কাকে বলে এবং দু'একটির উদাহরণ দাও?

উঃ চর্মাদির দ্বারা আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রকে আনদ্ধ বাদ্য বলে। আনদ্ধ বাদ্যের উদাহরণ হ'ল - দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, ভেরী। বর্তমানে তবলা, ঢোলক, বঙ্গ, শ্রীখোল প্রভৃতি।

৩১৮। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাঙ্গীতিক জীবনের পরিচয় দাও।

উঃ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাধাকান্ত গোস্বামী। ক্ষেত্রমোহনের প্রথম সংগীত শিক্ষক হ'লেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ সংগীত শিক্ষক ও শিল্পী সংগীতাচার্য্য রামশংকর ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে বারাণসীর বীণাবাদক পন্ডিত লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে যন্ত্র সংগীত ও ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের সন্তান যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর শিষ্য সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সংগীত বিদ্যালয়' ও 'বেঙ্গল একাডেমি অফ মিউজিক' নামে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শিষ্যরা হ'লেন 'গীত সূত্রসার 'গ্রন্থকার পন্ডিত কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় এবং ন্যাসতরঙ্গ বাদক ও সেতার সুরবাহারী কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়।

৩১৯। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাঙ্গীতিক অবদান উল্লেখ কর।

উঃ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বাদ্যবৃন্দ তথা অর্কেষ্ট্রার প্রবর্তক। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় "সংগীত সমালোচনী" নামে মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ খ্রীষ্টাব্দে এস্রাজ সম্পর্কিত গ্রন্থ "আশুরঞ্জনীতত্ত্ব" তিনি সর্বপ্রথম রচনা

করেন। তিনিই প্রথম 'দন্ডমাত্রিক স্বরলিপি' পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম পাথুরিয়াঘাটার নাট্যালয় থেকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'গীত গোবিন্দ' এর স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

৩২০। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাঙ্গীতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা কর।

উঃ হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্য সেবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তবে তিনি সংগীতজ্ঞ হিসেবেই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় সংগীতের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম সুদক্ষ ধ্রুপদী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ফিলাডেলফিয়া" বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অব মিউজিক' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২১। সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাঙ্গীতিক অবদানের পরিচয় দাও।

উঃ ভারতীয় সংগীতের উন্নতি, প্রসার ও প্রচারের জন্য শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই ভারতীয় সংগীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। বিদেশে বিদেশে ভারতীয় সংগীতকে বুঝবার জন্য আলোচনা ও পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করেন। তাঁর রচিত সংগীত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হ'ল – ইংরেজী ভাষায় - হিন্দু মিউজিক ফ্রম ভেরিয়াস অথারস্, সিক্স প্রিন্সিপ্যাল রাগজ অফ দি হিন্দুজ, ঐকতান অব ইন্ডিয়ান কনশার্ট ; বাংলা ভাষায় - জাতীয় সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব, ভারতীয় গীতিমালা ; সংস্কৃত ভাষায় - সংগীতসার সংগ্রহ, মানস পূজনম, হিন্দী ভাষায় - মনিমালা, গীতাবলী প্রভৃতি।

৩২২। সংগীতার্য্য কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের সাঙ্গীতিক জীবনের পরিচয় দাও।

উঃ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র তেরো বছর বয়সে বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চেমাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে সংগীত শিক্ষা শুরু করেন। প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী ও বীণকার পন্ডিত হরপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি ধ্রুপদ শেখেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে উত্তরবঙ্গে যান। সংগীতের প্রতি গভীর আকর্ষণের জন্য তিনি চাকুরী ছেড়ে কলকাতায় এসে একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু সেটিও বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। পরে চাকুরীর সুবাদে তিনি আবার কোচবিহারে যান এবং সেখানে তিনি সংগীত চর্চা ও গবেষণা করতে থাকেন। এখানেই তাঁর ভারতীয় সংগীতের বিখ্যাত গ্রন্থ "গীত সূত্রসার" ১ম ও ২য় খন্ড প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের চাকুরীর অবসরকালে তিনি গৌরীপুর

রাজ্যের (আসাম) রাজা প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়ার সংগীত শিক্ষক হয়ে গৌরীপুরে আসেন। এখানেই ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩২৩। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঙ্গীতিক অবদান বর্ণনা কর।

উঃ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গীত সূত্রসার" /Hindusthani airs arranged for the Pianoforte" "হারমোনিয়াম" প্রভৃতি সংগীত গ্রন্থগুলি ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে নতুন রূপ দিয়েছে। ভারতীয় রাগ-রাগিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর রচিত 'গীত সূত্রসার' গ্রন্থে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রধান প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি রূপে 'স্টাফ নোটেশন' বা পাশ্চাত্য রেখা স্বরলিপি প্রয়োগ করা। তিনি বিশেষভাবে তাঁর গ্রন্থে (গীত সূত্রসারের দ্বিতীয় খন্ডে) ধ্রুপদের স্বরলিপি করে এই পন্থা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থের বহু আলোচনাই তাঁর প্রগতিশীলতা সপ্রমান করে। কন্ঠের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ, রাগ সংগীতে কন্ঠ প্রয়োগের ত্রুটি; হারমোনিয়ামের যুক্তিসংগত সমর্থন, গানের রচনার বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা, রাগ-রাগিনী ভাবনা সম্বন্ধে কতটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ ইত্যাদি তিনি বিশ্লেষণ করেন।

৩২৪। পন্ডিত ভাতখন্ডেজীর সাঙ্গীতিক জীবনের পরিচয় দাও।

উঃ পন্ডিত বিষ্ণুনারায়ন ভাতখন্ডে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট মতান্তরে ১১ই আগষ্ট মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহন করেন। মায়ের কাছে তাঁর প্রথম সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অল্পবয়সেই সংগীত প্রতিযোগীতায় তিনি কয়েকটি পুরস্কারও পান। পরবর্তীকালে তিনি বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ সেতার বাদক পান্নালাল বাজপেয়ীর শিষ্য বল্লভদাসের কাছে সেতার শিক্ষা শুরু করেন। তিনি রাওজী বুয়ার কাছে ধ্রুপদ গান শেখেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মতান্তরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এল. এল. বি. পাশ করে ওকালতি করেন। কিন্তু তাতে সফল না হওয়ায় সংগীতেই আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে বড় বড় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সংগীত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রকে আধুনিক ধারায় রূপান্তর ও সমীকরণের প্রচেষ্টায় তিনি বরোদায় প্রথম সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করেন। মুম্বাইয়ের 'জ্ঞান-উত্তেজক মন্ডল' নামক এক সংস্থায় সাঙ্গীতিক বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেকে সংগীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ভাতখন্ডেজী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের প্রচার ও প্রসারে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। এই মহান সংগীত মনীষী ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।